দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...13 JUN 1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...১.....

12

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পর্বে ভর্তির জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭০ জনের একটি 'মেধা তালিকা' প্রস্তুত করেছিল। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, ৬ই জুন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র ২৮২ জন। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের মধ্য থেকে অর্ধেকের কম ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এরপর 'ওয়েটিং লিষ্ট' থেকে বেছে নেয়ার পালা। যদি এই তালিকার সবাইকে ভর্তি করা হয় তবুও সব আসন ভরানো যাবে না।

যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ ছাত্রছাত্রীদের কমে গেছে। তার একটি কারণ নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘস্থায়ী সেশন জট। এখন যাদের ভর্তি করা হচ্ছে তারা ১৯৯৪–৯৫ 'শিক্ষা বছরের' জন্য ভর্তি হচ্ছে। অর্থাৎ শুরুতেই তারা এক বছর খোয়াচ্ছে। আর যারা ঢুকে পড়েছে তারা কত বছরে ডিগ্রি নিয়ে বেরুবে কে জানে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ভাল খবর খুব কমই আসে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শান্তিতে পড়াশোনা করার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ সেখানে কমই পায়। ছাত্র রাজনীতি সেখানে মাঝে মাঝেই সহিংস রূপ ধারণ করে। সেখানকার একটি ছাত্র সংগঠন নাকি গায়ের জোরে অন্যদের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়ে দোর্দন্ড আধিপত্য স্থাপন করেছে। গুলিগোলা–বোমাবাজি সেখানে বিরল ঘটনা নয়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিদের ঝগড়া সংঘর্ষে রূপ নেয়। ফলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা কঠিন ব্যাপার।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যেতে পারে। আমাদের কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষি বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের চাহিদা বেশি করে থাকা উচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা আমাদের কৃষির নতুন নতুন দিক খুলে দেয়ার কথা। কিন্তু আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এমনই যে 'কৃষিবিদদের' ভূমিকা সেখানে খুব কম। এখানকার গ্রাজুয়েটরা সরকারি চাকরির জন্য ঘুরে বেড়ান এবং চাকরি পাওয়ার পর অন্যান্য পেশাজীবীর মতই 'অফিসার' বনে যান। সেই সরকারি চাকরিরও একটা সীমা আছে। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের ছাত্ররা 'বেকার–কর্মসংস্থান' ও 'ক্যাডার সার্ভিস' চালুর দাবিতে হরতাল পালন করেছে।

সকল ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজারের অবস্থা দেখেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ডিগ্রি পাওয়ার পর সবারই প্রথম লক্ষ্য থাকে সরকারি চাকরি বাগানো। কৃষি গ্রাজুয়েটরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করলে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাজে লাগানোর সুযোগ পেতো। সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন এদিকে জোর দেয়া উচিত। আমাদের কৃষিকে আধুনিকায়ন করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিকার্যে কৃষি গ্রাজুয়েটদের ভূমিকা বৃদ্ধি জরুরি। অথচ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সেশন জট এবং সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতির শিকার হয়ে মেধাবী ছাত্রদের আর আকৃষ্ট করতে পারছে না। ভর্তির জন্য প্রণীত 'মেধা তালিকার' অর্ধেকও ভর্তি হতে আগ্রহ না দেখানো সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত যদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও 'গ্রাজুয়েট ফ্যাক্টরি' হয়ে ওঠে তবে আমাদের কৃষি কোন দিন আধুনিক হতে পারবে না। জাতীয় স্বার্থে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতির বিষবৃক্ষ নির্মূল করা উচিত। বর্তমান সরকারই তা পারেন, কেননা তাদের ছাত্র সংগঠন সেখানে সবাইকে জিম্মি করে ফেলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ কাজটা করতে পারলে সেশন জট ধীরে ধীরে খুলবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাবমূর্তির মলিনতাও তার সঙ্গে চলে যাবে।